International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-II, March 2024, Page No.18-24
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i2.2024.18-24

কান্টীয় সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের বৈসাদৃশ্যঃ এয়ার ও কোয়াইন

প্রশান্ত মাঝি

পিএইচডি রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

German philosopher Immanuel Kant brought about a vast change in the world of knowledge. Although prior to Kant, the distinction between a priori and a posteriori judgement was common among philosophers. But Kant mentions another division related to judgment, that is the division of synthetic judgment and analytic judgment. Although we get a glimpse of the division of synthetic judgment and analytic judgment in the philosophy of Leibnitz and Hume, Kant's predecessors, Kant is the philosopher who first introduced synthetic judgment by logical rules and established the division of judgment and analytic judgment in the world of philosophy. However, various philosophers, especially Empiricists and Logical Positivists, have raised various objections against Kant's distinction between synthetic and analytic judgement. In the context of these differences, an attempt has been made to write the present essay to review how compatible and acceptable the division is by Kant. Note that it is not possible to explain all the criticisms in this short space, so in the present article I will limit my discussion to a brief discussion of the objections raised by Quine and Ayer.

Keywords: judgement, subject, predicate, analytic judgement, synthetic judgement, apriori judgement, aposteriori judgement, synthetic aposteriori, analytic apriori.

মূল বিষয়বস্তুঃ ইমানুয়েল কান্ট তাঁর *‘Critique of Pure Reason’* গ্রন্থের Introduction অংশে এবং তাঁর *‘Prolegomena To Any Future Metaphysics’* গ্রন্থে ‘অবধারণ’(judgement) সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সেই আলোচনার ভিত্তিতে নিঃসৃত হয় যে, জ্ঞান প্রকাশিত হয় অবধারণের মাধ্যমে। আর অবধারণ হল এমন এক মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ধারণার সঙ্গে অপর একটি ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই ‘অবধারণ’, ‘বচন’ শব্দ দুটিকে কান্ট সমার্থকরূপে ব্যবহার করেছেন। অবধারণের প্রথম ধারনাটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য (subject) এবং দ্বিতীয় ধারণাটিকে বলা হয় বিধেয় (predicate)। অবধারণ নামক মানসিক প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্য ধারণার সাথে বিধেয় ধারণার সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধ স্থাপন কোনো কোনো অবধারণে বিধেয় ধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য ধারণা সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার করার মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। আবার কখনও কখনও কোনো অবধারণে বিধেয় ধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য ধারণা সম্পর্কে কোনো কিছু অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে।

কান্ট জ্ঞান লাভের মাধ্যম হিসেবে এই অবধারণকে দুটি ভাগে ভাগ করেন, যথাঃ

ক) পূর্বতঃসিদ্ধ অবধারণ (apriori judgement)
খ) পরতঃসাধ্য অবধারণ (aposteriori judgement)

কান্টের মতে, যে অবধারণের সত্যতা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর না করে জানা যায়, তাকে বলা হয় পূর্বতঃসিদ্ধ অবধারণ। যেমনঃ '২+২=৪', 'Every alteration must have a cause', 'যার আকার আছে তার আয়তন আছে', 'পিতা মাত্রই পুরুষ'-এই অবধারণগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ, কারণ এগুলি অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে দেশ-কাল নির্বিশেষে সত্য - অভিজ্ঞতার দ্বারা সত্যতা নির্ণয়ের পূর্বেই এসব অবধারণ সত্যরূপে সিদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে, কান্ট 'পূর্বতঃসিদ্ধ' শব্দটিকে 'আবশ্যিকতা'(Necessity) ও 'কঠোর সার্বিকতা'(strict universality) অর্থে ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে, যে অবধারণের সত্যতা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়, তাকে বলা হয় পরতঃসাধ্য অবধারণ। যেমনঃ 'গাছের পাতা হয় সবুজ' -এটি পরতঃসাধ্য অবধারণ, কারণ এই অবধারণের সত্যতার মধ্যে কোন অনিবার্যতা নেই, তাই এর বিপরীতটাও হতে পারে।

আবার কান্ট উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে অবধারণকে আরও দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথাঃ
ক) সংশ্লেষক অবধারণ (synthetic judgement)
খ) বিশ্লেষক অবধারণ (analytic judgement)

কান্টের মতে, যে অবধারণের বিধেয় ধারণাটি উদ্দেশ্য ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে না বরং বিধেয় ধারণাটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি নতুন তথ্য প্রদান করে, তাকে বলা হয় সংশ্লেষক অবধারণ। কান্টের ভাষায়-

> *"A judgement in which the predicate represents a new idea, not already contained in the idea of the subject, is called synthetic."*[1]

যেমনঃ 'সব জড়বস্তু হল ভারযুক্ত' -এই সংশ্লেষক অবধারণের উদ্দেশ্য 'জড়বস্তু'র ধারণার মধ্যে বিধেয় 'ভারযুক্ত'র ধারণা নিহিত নেই, তাই উক্ত অবধারণে উদ্দেশ্য 'জড়বস্তু'র ধারণার সম্পর্কে বিধেয় 'ভারযুক্ত'র ধারণা এক নতুন সংযোজন। সেজন্য 'সব জড়বস্তু হল ভারযুক্ত' -এটি হল একটি সংশ্লেষক অবধারণের দৃষ্টান্ত। অপরদিকে, যে অবধারণের বিধেয় ধারণাটি উদ্দেশ্য ধারণার মধ্যে সুপ্তভাবে নিহিত থাকে, তাকে বলা হয় বিশ্লেষক অবধারণ। এই আবধারনের উদ্দেশ্য ধারণাটি বিশ্লেষণ করলে বিধেয় ধারণাটি পাওয়া যায়। কান্টের ভাষায়-

> *"In an analytical judgement the predicate is contained in the subject or is a part of the meaning of the subject."*[2]

যেমনঃ 'জড়বস্তু হয় বিস্তৃতি সম্পন্ন' -এই বিশ্লেষক অবধারণের উদ্দেশ্য 'জড়বস্তু'র ধারণার মধ্যে বিধেয় 'বিস্তৃতি সম্পন্ন'র ধারণা নিহিত - জড়ের লক্ষণধর্মই 'বিস্তার'। তাই উক্ত অবধারণের উদ্দেশ্য 'জড়বস্তু'র

---

1) Das, Rasvihary. A Handbook to KANT'S CRITIQUE OF PURE REASON. Kolkata: Progressive Publishers, 2013. P- 39.
2) Das, Rasvihary. A Handbook to KANT'S CRITIQUE OF PURE REASON. Kolkata: Progressive Publishers, 2013. P- 38.

ধারণার সম্পর্কে বিধেয় 'বিস্তৃতি সম্পন্ন'র ধারণাটি কোন নতুন তথ্য প্রদান করে না। সেজন্য 'জড়বস্তু হয় বিস্তৃতি সম্পন্ন' -এটি হল একটি বিশ্লেষক অবধারণের দৃষ্টান্ত। উল্লেখ্য যে, এখানে 'অন্তর্ভুক্তি' ('contained in') পদটির দ্বারা একথা বোঝায় না যে, বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের অন্তর্ভুক্ত। বরং এখানে 'অন্তর্ভুক্তি' ('contained in') পদটির দ্বারা একথা বোঝায় যে উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে বিধেয় পদ সম্পর্কিত ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত।

কান্টের পূর্ববর্তী হিউম প্রভৃতি দার্শনিকগণ অবধারণের উক্ত দুই শ্রেণির বিভাজনকে পরস্পর সমান্তরাল মনে করতেন। তাঁদের মতে, সংশ্লেষক অবধারণ মাত্রই পরতঃসাধ্য এবং বিশ্লেষক অবধারণ মাত্রই পূর্বতঃসিদ্ধ। অর্থাৎ তাঁদের মতে, অবধারণ হল দু-প্রকার, যথাঃ
(ক) পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক (synthetic aposteriori)
(খ) পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক(analytic apriori)

সুতরাং অবধারণ সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিভাগটি অর্থাৎ সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের বিভাগটি যে কান্ট-পূর্ববর্তী দার্শনিকদের কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল তা কিন্তু বলা যায় না। তবে কান্ট-পূর্ববর্তী দার্শনিকদের নিকট সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের বিভাগটি অপরিচিত না হলেও কান্ট-ই প্রথম উক্ত দুই প্রকার অবধারণের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

কান্টের মতে, অবধারণ হল এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া। আর অবধারণ যখন ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলা হয় বচন। তিনি 'অবধারণ' ও 'বচন' শব্দ দুটিকে সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেছেন। অবধারণ নামক মানসিক প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্য পদের ধারণা ও বিধেয় পদের ধারণা নামক দুটি ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। কান্ট উদ্দেশ্য-বিধেয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে অবধারণকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যথাঃ
ক) সংশ্লেষক অবধারণ (synthetic judgement)
খ) বিশ্লেষক অবধারণ (analytic judgement)

যে সকল অবধারণের বিধেয় পদের ধারণাটি উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে কোনোভাবেই অন্তর্ভূক্ত থাকে না, বরং বিধেয় পদের ধারণাটি উদ্দেশ্য পদের ধারণা সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে সেই সকল অবধারণকে বলা হয় সংশ্লেষক অবধারণ।সংশ্লেষক অবধারণের বিধেয় পদের ধারণাটি যেহেতু উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে। আর সংশ্লেষক অবধারণের বিধেয় পদের ধারণাটির উদ্দেশ্য পদের ধারণার সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের পরিধির সম্প্রসারণ ঘটে থাকে। সেজন্য সংশ্লেষক অবধারণকে বলা হয় তথ্য প্রদানকারী (informative) বা সম্প্রসারণমূলক (ampliative) অবধারণ। যেমনঃ 'সকল জড়বস্তু হয় ভারযুক্ত'('All bodies are heavy') এটি একটি সংশ্লেষক অবধারণ। এই অবধারণের উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে বিধেয় পদের ধারণাটি অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং এই অবধারণের বিধেয় পদের ধারণাটি উদ্দেশ্য পদের ধারণা সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে। আর যেহেতু সংশ্লেষক অবধারণের উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে বিধেয় পদের ধারণাটি অন্তর্ভূক্ত নয়, তাই এই অবধারণের সত্যতা স্ববিরোধিতার নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অর্থাৎ এই অবধারণের সত্যতাকে অস্বীকার করলেও কোন স্ববিরোধিতা দেখা দেয় না।

অপরদিকে, যে সকল অবধারণের বিধেয় পদের ধারণাটি উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে সুপ্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে অন্তর্ভূক্ত (covertly contained) থাকে সেই সকল অবধারণকে বলা হয় বিশ্লেষক অবধারণ। বিশ্লেষক অবধারণের উদ্দেশ্য পদের ধারণাটিকে তার উপাদান ধারণাগুলিতে (constituent concepts) বিশ্লেষণ করলেই বিধেয় ধারণাটি পাওয়া যায়। ফলে বিশ্লেষক অবধারণের বিধেয় পদের ধারণাটি উদ্দেশ্য পদের ধারণা সম্পর্কে কোনো নতুন তথ্য প্রদান করে না। বরং বিশ্লেষক অবধারণ গঠনের মাধ্যমে এটা পরিস্ফুট বা প্রকাশ করা হয় যে বিধেয় পদের ধারণাটি উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে সুপ্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে অন্তর্ভূক্ত। সেজন্য বিশ্লেষক অবধারণকে কান্ট বলেছেন প্রকাশমূলক বা পরিস্ফুটনমূলক (explicative) অবধারণ। যেমনঃ ‘সকল জড়বস্তু হয় বিস্তৃতিসম্পন্ন’ (‘All bodies are extended’) এটি একটি বিশ্লেষক অবধারণ। এই অবধারণের উদ্দেশ্য পদের ধারণাকে (‘জড়বস্তুর ধারণা’) বিশ্লেষণ করলেই তার উপাদানরূপে প্রাপ্ত ধারণাগুলির মধ্যে বিধেয়ের ধারণাও (‘বিস্তৃতির ধারণা’) পাই। আর যেহেতু বিশ্লেষক অবধারণের বিধেয় পদের ধারণাটি উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্তর্ভূক্ত সেহেতু এই অবধারণের উদ্দেশ্য পদের ধারণার সঙ্গে বিধেয় পদের ধারণার সম্বন্ধ অভিন্নতার মাধ্যমে চিন্তা করা হয়। তাই বিশ্লেষক অবধারণের সত্যতাকে অস্বীকার করলে স্ববিরোধিতা দেখা দেয়।

কান্টকে অনুসরণ করে সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পার্থক্য দেখানো যায়ঃ

প্রথমতঃ সংশ্লেষক অবধারণের বিধেয় পদের ধারণাটি উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে কোনোভাবেই অন্তর্ভূক্ত থাকে না, বরং বিধেয় পদের ধারণাটি উদ্দেশ্য পদের ধারণা সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে। তাই কান্ট সংশ্লেষক অবধারণকে বলেছেন তথ্য-প্রদানকারী (informative) বা সম্প্রসারণমূলক (ampliative) অবধারণ।

অপরদিকে, বিশ্লেষক অবধারণের বিধেয় পদের ধারণাটি উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্তর্ভূক্ত থাকে। তাই বিশ্লেষক অবধারণকে কান্ট বলেছেন প্রকাশমূলক বা পরিস্ফুটনমূলক (explicative) অবধারণ।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্লেষক অবধারণের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের ধারণার মধ্যে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ থাকায় এই অবধারণের সত্যতাকে অস্বীকার করলে স্ববিরোধ দোষ ঘটে।
অপরদিকে, সংশ্লেষক অবধারণের ক্ষেত্রে এমন কিছুই ঘটে না।

তৃতীয়তঃ কান্টের মতে, বিশ্লেষক অবধারণ কেবলমাত্র পূর্বতঃসিদ্ধ হয়, যেহেতু এই সকল অবধারণ সমস্ত অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ হয়।

কিন্তু, সংশ্লেষক অবধারণ পূর্বতঃসিদ্ধ ও পরতঃসাধ্য দুই ধরনেরই হতে পারে। যেমনঃ ‘৭+৫=১২’ এই অবধারণটি কান্টের মতে, পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ (Synthetic apriori)। কেননা অবধারণটির বিধেয়ের ধারণাটি কোনভাবেই উদ্দেশ্য ধারণার মধ্যে ‘অন্তর্ভূক্ত’ নয়। আবার কান্টের মতে, ‘গাছের পাতা হয় সবুজ’ -এই অবধারণটি একটি পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক অবধারণ (Synthetic aposteriori)। এটি পরতঃসাধ্য, কারণ এই অবধারণটির সত্যতা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়। অর্থাৎ এটি একটি অভিজ্ঞতা

সাপেক্ষ অবধারণ। আর এই ধরনের অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ অবধারণের বিধেয় পদের ধারণাটি উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই এই ধরনের অবধারণগুলি হল সংশ্লেষকও।

কান্টের পূর্ববর্তী বিভিন্ন দার্শনিক ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা (Logical Positivists) মনে করতেন, পূর্বতঃসিদ্ধ অবধারণ মাত্রই বিশ্লেষক এবং পরতঃসাধ্য অবধারণ মাত্রই সংশ্লেষক। তাই তাঁরা নতুন করে সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের মধ্যে পার্থক্য করাকে যুক্তিহীন মনে করতেন। কিন্তু কান্টই প্রথম যুক্তিসংগতভাবে সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের মধ্যে পার্থক্য করে দেখালেন যে, অবধারণ দুই প্রকার নয়, বরং তিন প্রকার।

কোয়াইনের অভিমতঃ কান্ট প্রদত্ত সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের মধ্যে উক্ত পার্থক্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করলেও এই পরিচ্ছেদে আমি কোয়াইন প্রদত্ত আপত্তি-গুলিরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

কোয়াইন তাঁর *'From a Logical Point of View'* গ্রন্থের অন্তর্গত "Two Dogmas of Empiricism" নামক প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে বলেন,সংশ্লেষকও বিশ্লেষক অবধারণের যে পার্থক্য সেটি একটি 'Dogma' ভিন্ন আর কিছুই নয়। তিনি এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র বিশ্লেষক অবধারণের স্বরূপের অস্পষ্টতার কথাই উল্লেখ করেছেন। কারণ তাঁর মতে, সংশ্লেষক অবধারণ হল বিশ্লেষক অবধারণের বিপরীতধর্মী মাত্র।
কান্টেরমতে, বিশ্লেষক অবধারণ হল এমন এক প্রকার অবধারণ যার বিধেয়পদের ধারণাটি স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যেই 'অন্তর্ভূক্ত' থাকে। কোয়াইন বিশ্লেষক অবধারণের এই স্বরূপের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দুটি আপত্তি তোলেন। সেই আপত্তি দুটি হল নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ কোয়াইনের মতে, কান্ট কতৃক উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা বিশ্লেষক অবধারণকে কেবলমাত্র উদ্দেশ্য-বিধেয় আকারের (Subject-Predicate form) মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

দ্বিতীয়তঃ কোয়াইনের মতে, কান্ট কতৃক উক্ত ব্যাখ্যায় অন্তর্ভূক্তির কেন্দ্রীয় ধারণাটি রূপক মাত্র।
কিন্তু কান্টের বক্তব্যকে পুনর্বিন্যাস (Re-interpret) করে যদি এমন বলা হয়, যে অবধারণের সত্যতা কেবলমাত্র তার মধ্যেকার পদের অর্থের উপর নির্ভরশীল, অন্য কোন প্রকার তথ্যের উপর নয় সেই ধরনের অবধারণকে বলা হয় বিশ্লেষক অবধারণ, তাহলে দেখা যায় যে, বিশ্লেষক অবধারণের এই নতুন স্বরূপটি উক্ত দুটি আপত্তি থেকে মুক্ত। অর্থাৎ বিশ্লেষক অবধারণের এই নতুন লক্ষণটি উদ্দেশ্য-বিধেয় আকার ছাড়াও অন্যান্য সকল অবধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এই লক্ষণটিতে কোন রূপকেরও সাহায্য নেওয়া হয়নি।
কিন্তু কোয়াইন বিশ্লেষক অবধারণের এই পরিবর্তিত স্বরূপটিও গ্রহণ করতে রাজী নন। তিনি পুনরায় আপত্তি তুলে বলেন, উক্ত লক্ষণে ব্যবহৃত 'অর্থ' পদটির ধারণা সুস্পষ্ট নয়। তাঁরমতে, 'Meaning' কে 'Naming' এর সঙ্গে অভিন্ন বলা যায় না। যেমনঃ '9' এবং 'The number of the planets' -এই দুটি একই entity-এর নাম হলেও এদের অর্থ যে এক(same) তা জানতে হলে আমাদের Astronomical observation-এর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিশ্লেষক অবধারণে observation-এর কোন স্থান নেই। আবার 'Meaning' এবং 'Reference-ও এক (same) নয়। যেমনঃ 'morning star'এবং 'evening star'-এদের Reference এক হলেও অর্থ এক নয়, ভিন্ন(different)। আবার 'Meaning' কে 'Sense' -এর সঙ্গেও অভিন্ন বলা যায় না।

কেননা খুব কম সংখ্যক পদ (term) -এরই স্পষ্ট 'Sense' রয়েছে। আবার Meaning কে 'Synonmy'-ও বলা যায় না, কেননা সেক্ষেত্রে চক্রক দোষ দেখা দেয়।

সুতরাং কোয়াইনের মতে, যেহেতু 'অর্থ'(Meaning) -এর কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, তাই সেই 'অর্থ'-এর দ্বারা বিশ্লেষক অবধারণের লক্ষণ নির্ধারণ করাও যথাযথ নয়।

এয়ারের অভিমতঃ কান্ট প্রদত্ত সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের মধ্যে উক্ত পার্থক্যের বিরুদ্ধে বর্তমান পরিচ্ছেদে আমি এ.জে. এয়ার প্রদত্ত আপত্তি-গুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব। এ.জে. এয়ার তাঁর **'Language, Truth and Logic'** গ্রন্থে বলেন, কান্ট প্রদত্ত সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের যে বিভাজন তা যথোপযুক্ত নয়। তাঁর মতে, কান্ট মূলত দুটি মানদন্ডের সাহায্যে সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যথাঃ
(ক) অন্তর্ভূক্তির মানদন্ড (containment criterion)
(খ) বিরূদ্ধতার মানদন্ড (contradiction criterion)

এ.জে. এয়ার উক্ত দুটি মানদন্ডের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। তাঁর মতে, কান্টের অন্তর্ভূক্তির মানদন্ডটি উদ্দেশ্য-বিধেয়ের ধারণা সম্পর্কিত 'বিষয়ীগত লক্ষণার্থ' (Subjective intension) এর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মানদন্ডটি হল মনস্তাত্ত্বিক (Psychological)। কান্টের বিরুদ্ধে এয়ারের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি হলঃ এয়ারের মতে, কান্ট অন্তর্ভূক্তি এবং বিরূদ্ধতা নামক যে দুটি মানদন্ডের সাহায্যে সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন সেই দুটি মানদন্ড স্বরূপত এক নয়, ভিন্ন। তাঁর মতে, কোন কোন অবধারণ এমন হতে পারে যে, অন্তর্ভূক্তির মানদন্ড অনুসারে অবধারণটি সংশ্লেষক, কিন্তু বিরূদ্ধতার মানদন্ড অনুসারে অবধারণটি বিশ্লেষক হয়। যেমনঃ '৭+৫ = ১২'।
কান্টকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, কান্টের বিরুদ্ধে এয়ার কর্তৃক উত্থিত আপত্তিগুলি যথোপযুক্ত নয়। কারণঃ

প্রথমতঃ কান্টের ধারণা অনুসারে অন্তর্ভূক্তির মানদন্ডটিকে কখনোই মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) বলা যায় না। কেননা একটি ধারণা অপর একটি ধারণার অন্তর্ভূক্ত কিনা তা কখনোই কোন ব্যক্তির নিজের ঐ বিষয়ক ভাবনার উপর নির্ভর করে না।

দ্বিতীয়তঃ কান্ট কখনোই অন্তর্ভূক্তির এবং স্ববিরূদ্ধতার মানদন্ড দুটিকে ভিন্ন মনে করেননি। বরং কান্টের বক্তব্যের তাৎপর্য হল, বিশ্লেষক অবধারণের বিধেয় পদের ধারণাটি এমনভাবে উদ্দেশ্য পদের ধারণার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে যে স্ববিরোধিতা ছাড়া উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয়কে অস্বীকার করাই যায় না। অর্থাৎ অন্তর্ভূক্তির মানদন্ডকে স্ববিরোধিতার মানদন্ডে পর্যবসিত করা যায়।

তৃতীয়তঃ এয়ারের মতে, '৭+৫= ১২' -এই অবধারণটি অন্তর্ভূক্তির মানদন্ড অনুসারে সংশ্লেষক হলেও স্ববিরূদ্ধতার মানদন্ড অনুসারে বিশ্লেষক। '৭ + ৫' এবং '১২' -এই দুটি concept -কেএয়ার 'সমার্থক' মনে করেন। এখানে 'সমার্থক' বলতে এয়ার 'সমবাচ্যতা'কে (co-extensionality) বুঝিয়েছেন। কিন্তু কান্টের বক্তব্য বাচ্যার্থের দিক (extensional Point of View) থেকে বিচার্য নয়, লক্ষণার্থের দৃষ্টিভঙ্গী (Intensional Point of View) থেকে গৃহীত। আর বাচ্যার্থের দিক থেকে '৭ + ৫' এবং '১২' সমার্থক

হলেও লক্ষণার্থের দিক থেকে তারা ভিন্ন। সুতরাং কান্টীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে '৭ + ৫ = ১২' -এই অবধারণটি কখনোই বিশ্লেষক নয়।

উপরিউক্তভাবে সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণ সম্বন্ধীয় কান্টের আলোচনা ও তার বিভাজন এবং পরে কান্টের উক্ত বিভাজনের বিরুদ্ধে কোয়াইন ও এয়ারের আপত্তি সকল পর্যালোচনা করার পর একথা বলতে পারি যে, কান্টের উক্ত বিভাজন হয়তো সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও দর্শনের জগতে এই বিভাজনের তাৎপর্য অপরিসীম। কান্ট কর্তৃক বর্ণিত পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের (Synthetic Apriori Judgment) অস্তিত্ব দর্শনের চিন্তাধারার অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে একথা অনস্বীকার্য। তাছাড়া কান্টের এই বিভাজনের বিরুদ্ধে কোয়াইন ও এয়ার আপত্তি উত্থাপন করলেও তাঁরা কেউই কিন্তু উক্ত বিভাজনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। তাই কান্টের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের পর কোয়াইন ও এয়ার উভয়-ই সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের নতুন লক্ষণ গঠন করেছেন (যদিও উভয়ের লক্ষণই ত্রুটি যুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে)।

পরিশেষে বলা যায় যে, কান্টের বিরুদ্ধে কোয়াইন এবং এয়ার যে আপত্তিগুলি তুলেছেন তা সর্বত অংশে ঠিক নয়। কান্টের বক্তব্যের সঠিক পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে, কোয়াইন ও এয়ারের আপত্তিগুলি খুব জোড়ালো নয়। যেমনঃ কোয়াইন যে 'অন্তর্ভূক্তি' এই term-টির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে ছিলেন সেটির উত্তরে এমন বলা যায় যে, কান্ট শুধুমাত্র অন্তর্ভূক্তির সাহায্যেই বিশ্লেষক অবধারণের ব্যাখ্যা করেননি, বরং তিনি স্পষ্টভাবেই একথা বলেছেন যে, বিশ্লেষক অবধারণের ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতার তত্ত্বটি-ই সর্বোচ্চ তত্ত্ব। অর্থাৎ একটি অবধারণ বিশ্লেষক হবে যদি এবং কেবল যদি ওই অবধারণের বিরুদ্ধ অবধারণ স্ববিরোধী হয়।

তাই কোয়াইন এবং এয়ারের আপত্তিগুলিকে কান্টের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত বলে আমার মনে হয় না। কোয়াইন এবং এয়ার উভয়ই কান্টের এই বিভাজনের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি গুলি উত্থাপন করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী:

1) A. J. Ayer . *Language Truth and Logic* . London : Penguin Books, 1971.
2) Das, Rasvihary. *A Handbook to Kant's Critique of Pure Reason* . Kolkata : Progressive Publishers, 2013.
3) দাস, রাসবিহারী . *কান্টের দর্শন* .কলকাতা :পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪.
4) Quine, Willard Van Orman . *From a Logical Point of View*. New York: Harper & Row Publishers, 1961.
5) সরকার, প্রহ্লাদ কুমার (সম্পাদিত) . *কান্টের দর্শন* .হাওড়া : দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, ২০১০.
6) সামন্ত, সমীরকান্ত. *দার্শনিক বিশ্লেষণের রূপরেখা* (প্রথমখণ্ড). কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৯৩.
7) হোসেন, তাফাজল. *ইমানুয়েল কান্টের প্রথম ক্রিটিক একটি উপস্থাপনা* (প্রথমখণ্ড). কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৭.